প্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ ঃ—

এতেক বিলাপ করি’, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ-রামরায়।
কভু নাচে, কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি-দিন যায় ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই যে, অযোগ্য বেণু যে কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা দুঃখে মরিতেছি ; এইজন্যই বেণুর তপস্যা বিচার করিতেছি।

১৪৫। মহাজনে—মানসগঙ্গা ও যমুনা ; ইহারা ‘পুণ্য-নদী’ বলিয়া ‘মহাজন’।

১৪৭। পবিত্র নদী হইলেও ইহারা—নদী, অতএব তাহাদের এই কার্য্য (অর্থাৎ বেণুর উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণাধরামৃতরস-পান) সম্ভব হইতে পারে।

১৪৯। এ অযোগ্য—এই বেণু স্থাবর-বস্তু, সুতরাং কৃষ্ণের অধরামৃত পাইতে অযোগ্য।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি’ করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥ ১৫১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ-বিরহোন্মাদ-প্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—নানারূপ প্রেমোন্মাদের মধ্যে রাত্রিতে দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মহাপ্রভু যে তৈলঙ্গী-গাভীর মধ্যে কমঠাকারে পড়িয়াছিলেন, তাহাই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গুরু-মুখে শ্রৌতপন্থায় গৌরের অপ্রাকৃত লীলা-বর্ণন ঃ—

লিখ্যতে শ্রীলগৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর উন্মাদ ও প্রলাপ ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥ ৩ ॥

প্রভুর তৎকালীন নিত্যসঙ্গী ঃ—

একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঞাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৪ ॥

স্বরূপের ভাবোপযোগি-গানদ্বারা প্রভুর সেবন ঃ—

যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ-মহাশয় ॥ ৫ ॥

প্রভুপ্রিয় গ্রন্থ হইতে রায়ের শ্লোকপাঠ ঃ—

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায়-রামানন্দ ॥ ৬ ॥

স্বয়ং প্রভুর শ্লোক-পাঠ ও বিলাপোক্তি ঃ—

মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু বিলাপ করিয়া ॥ ৭ ॥

প্রভুর শয়নান্তর উভয়ের প্রস্থান ঃ—

এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈল।
গোসাঞিরে শয়ন করাই’ দুঁহে ঘরে গেল ॥ ৮ ॥

প্রভুর উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।
অর্দ্ধরাত্রিতে প্রভু করেন উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় অদ্ভুত অলৌকিক দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা যাঁহারা (স্বচক্ষে) দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই লিখিতেছি।

অনুভাষ্য

১। যৈঃ (সৌভাগ্যবদ্ভির্দামোদর-রঘুনাথ-প্রমুখৈঃ অন্তরঙ্গৈঃ ভক্তৈঃ) শ্রীলগৌরেন্দোঃ (গৌরচন্দ্রস্য) অদ্ভুতম্ (অশ্রুতচরম্) অলৌকিকম্ (অদৃষ্টচরং) দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতং (মহাভাবান্মত্তে-হিতং) দৃষ্টং (প্রত্যক্ষীকৃতং) তন্মুখাৎ (তেষাং শ্রীগুরূণাং কীর্ত্তন-কারিণাং শ্রীমুখাদেব) তৎ শ্রুত্বা [ময়া] লিখ্যতে।

প্রভুর দিব্যোন্মাদ ঃ—

আচম্বিতে শুনেন প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান ।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ ॥ ১০ ॥
তিনদ্বারে কপাট ঐছে আছে ত' লাগিয়া ।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হৈঞা ॥ ১১ ॥
সিংহদ্বার-দক্ষিণে আছে তৈলঙ্গী-গাভিগণ ।
তাঁহা যাই' পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন ॥ ১২ ॥

প্রভুর শব্দ না শুনিয়া সকলের প্রভু-অন্বেষণ ও প্রাপ্তি ঃ—

এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাঞা ।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া ॥ ১৩ ॥
তবে স্বরূপ-গোসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ ।
দেউটি জ্বালিয়া করেন প্রভুর অন্বেষণ ॥ ১৪ ॥
ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা ।
গাভিগণ-মধ্যে যাই' প্রভুরে পাইলা ॥ ১৫ ॥

প্রভুর অবস্থা ঃ—

পেটের ভিতর হস্ত-পাদ—কূর্ম্মের আকার ।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥ ১৬ ॥
অচেতন পড়িয়াছেন,—যেন কুষ্মাণ্ড-ফল ।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল ॥ ১৭ ॥
গাভি-সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ ॥ ১৮ ॥

প্রভুর চৈতন্যসম্পাদনে বহুযত্ন ও গৃহে আনয়ন ঃ—

অনেক করিলা যত্ন, না হয় চেতন ।
প্রভুরে উঠাঞা ঘরে আনিলা ভক্তগণ ॥ ১৯ ॥

উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে প্রভুর চেতন ও অর্দ্ধবাহ্যদশায় আগমন ঃ—

উচ্চ করি' শ্রবণে করে নামসঙ্কীর্ত্তন ।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইলা চেতন ॥ ২০ ॥
চেতন হইলে হস্ত-পাদ বাহিরে আইল ।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ২১ ॥

স্বরূপকে নিজাবস্থা-বর্ণন ঃ—

উঠিয়া বসিলেন প্রভু, চাহেন ইতি-উতি ।
স্বরূপে কহেন,—"তুমি আমা আনিলা কতি ?? ২২ ॥
বেণু-শব্দ শুনি' আমি গেলাঙ বৃন্দাবন ।
দেখি,—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৩ ॥
সঙ্কেতে বেণুনাদে রাধা গেলা কুঞ্জ-ঘরে ।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥ ২৪ ॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন ।
তাঁর ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥ ২৫ ॥
গোপীগণ-সহ বিহার, হাস-পরিহাস ।
কণ্ঠধ্বনি-উক্তি শুনি' মোর কর্ণোল্লাস ॥ ২৬ ॥
হেনকালে তুমি কোলাহল করি' ।
আমা লঞা আইলা বলাৎকার করি' ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণধ্বনিশ্রবণ-বঞ্চিত প্রভুর বিলাপ ঃ—

শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম বাণী ।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি ॥" ২৮ ॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহেন গদ্গদ-বাণী ।
"কর্ণ-তৃষ্ণায় মরি, পড় 'রসামৃত' শুনি ॥" ২৯ ॥

গৌরাদেশে স্বরূপের শ্লোকপাঠ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া ।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণবেণুমাধুর্য্যে সর্ব্ববিধ সেবকই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৭)—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্ ।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রম্ ॥ ৩১ ॥

গোপীভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্রজল্প ঃ—

শুনি' প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা ।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণের প্রতি গোপীর স্বীয় ভাব-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

যথা রাগ—

"হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি' উপেক্ষা-বচন ।
কৃষ্ণের মুখ-হাস্য বাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি',
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ বর্ণনারম্ভ ঃ—

'নাগর, কহ, তুমি করিয়া নিশ্চয় ।
এই ত্রিজগৎ ভরি', আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ?? ৩৪ ॥ ধ্রু ॥

বেণুমাধুর্য্য-বল-বর্ণন ঃ—

কৈলা জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী,
দূতী হঞা মোহে নারী-মন ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। কর্ণতৃষ্ণায়—কৃষ্ণগুণ-শ্রবন-পিপাসায়।

৩৩-৩৮। গোপীগণ ভাবে আবিষ্ট হইয়া রাসলীলায় প্রবেশ-

অনুভাষ্য

১৪। দেউটি—দীপকাষ্ঠ।

৩১। মধ্য, ২৪শ পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মহোৎকণ্ঠা বাড়াঞা, আর্য্যপথ ছাড়াঞা,
আনি' তোমায় করে সমর্পণ ॥ ৩৫ ॥

অপ্রাকৃত নবীন-মদন বা কামদেব অনঙ্গ ঃ—

ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ-কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়ায় ।
এবে আমায় করি' রোষ, কহি' 'পতিত্যাগে দোষ',
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও !! ৩৬ ॥
অন্যকথা, অন্যমন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ-পরিপাটি ।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটীনাটী ॥ ৩৭ ॥
বেণুনাদ-অমৃত-ঘোলে, অমৃত-সমান মিঠা-বোলে,
অমৃত-সমান ভূষণ-শিঞ্জিত ।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন, হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত ??" ৩৮ ॥

রাধাভাবে প্রভুর কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন ঃ—

এত কহি' ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন ।
রাধার উৎকণ্ঠা-বাণী, পড়ি' আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ৩৯ ॥

মধুরবিগ্রহ মদনমোহন ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৫)—

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ ।
রমাদিক-বরাঙ্গণা-হৃদয়হারি-বংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্ ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনিমাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

পুনর্যথা রাগ—

"কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন-ধ্বনি জিনি',
যার গানে কোকিল লাজ পায় ।
তার এক শ্রুতি-কণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি' না আয় ॥ ৪১ ॥
কহ সখি, কি করি উপায় ?
কৃষ্ণের সে শব্দ-গুণে, হরিলে আমার কাণে,
এবে না পায়, তৃষ্ণায় মরি' যায় ॥ ৪২ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণের নূপুরধ্বনি মাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি, হংস-সারস জিনি',
কঙ্কন-ধ্বনি চটকে লাজায় ।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি' রহে তার কাণে,
অন্যশব্দ সে কাণে না যায় ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পূর্ব্বক কৃষ্ণের উপেক্ষা-বচন অর্থাৎ ঔদাসীন্য-বাক্য শ্রবণ করত 'কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিলেন'—ইহা সত্য মানিয়া কৃষ্ণকে সরোষ বাক্য কহিতেছেন,—"ওহে নাগর, বল দেখি, এই ত্রিজগতে যত যোগ্যা নারী আছে, তোমার বেণু কাহাকে না আকর্ষণ করে? জগতে তুমি বেণুধ্বনি করিলে, উহা মন্ত্রাদি-সিদ্ধা যোগিনীরূপে দূতী হইয়া নারীগণের মন মোহিত (প্রলোভিত) করে এবং তাহাদের মহা-উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া (পতিগুরুজন প্রভৃতির সেবারূপ) বেদবিহিত পথ পরিত্যাগ করাইয়া (পরকীয়া-কান্তাভাবে) তোমার নিকট সমর্পণ করে। সেই বেণু ও কটাক্ষরূপ কামশরদ্বারা আমাদিগকে বিদ্ধ করত ধর্ম্মপথ ও লজ্জা-ভয় ছাড়াইয়া তোমার নিকট আনিয়াছ। কিন্তু পতি-ত্যাগাদি দোষ দেখাইয়া ও করাইয়া এখন তুমি ধার্ম্মিকের ন্যায় আমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছ! তোমার মন—একপ্রকার, কথা—অন্যপ্রকার ও আচরণ—তৃতীয় প্রকার। এই সব—শঠতা-পারিপাট্য (কৌশলমাত্র) ; তুমি পরিহাস জান, তাহাতে নারীর সর্ব্বনাশ হয়, অতএব এইসব কপটতা ছাড়। একে বেণুনাদরূপ অমৃত-ঘোল, তাহাতে আবার বাক্যামৃতরূপ মিষ্ট-বুলি, তাহাতে আবার অমৃত সমান ভূষণধ্বনি,—এই তিনপ্রকার অমৃত মিলিয়া আমাদের কাণ, মন ও প্রাণ হরণ করিতেছে।

৩৮। শিঞ্জিত—ধ্বনি।

৪০। হে সখি, যাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর, যাঁহার ভূষণের শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার নর্ম্মবাক্যে অনেক ভঙ্গী আছে, যাঁহার মুরলীধ্বনি লক্ষ্মীপ্রভৃতি স্ত্রীগণের হৃদয় আকর্ষণ করে, সেই মদনমোহন আমার কর্ণের স্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন।

অনুভাষ্য

৩৮। ঘোলে—চলিত-কথায়, 'ঘোল খাওয়ায়' অর্থাৎ আচ্ছাদন বা পরাভব করে ; পাঠান্তরে 'রোলে' অর্থাৎ রবে, শব্দে ; পাঠান্তরে 'উগারে' উদ্গীরণ করে।

৪০। হে সখি, নদজ্জলদনিস্বনঃ (নদতঃ গর্জ্জনশীলস্য জলদস্য মেঘস্য নিস্বনঃ ইব গম্ভীরকণ্ঠধ্বনিঃ যস্য সঃ) শ্রবণকর্ষিসৎ-শিঞ্জিতঃ (গোপীকর্ণস্য কর্ষণে শীলং যস্য তৎ সচ্ছিঞ্জিতঃ সুমধুরং ভূষণানাং ধ্বনিঃ যস্য সঃ) সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থ-ভঙ্গ্যুক্তিকঃ (নর্ম্মণা সহ বর্ত্তমানৈঃ রসসূচকৈঃ অক্ষরৈঃ পদার্থানাং ভঙ্গী পরিপাটী যস্যাং তথাভূতা উক্তিঃ যস্য সঃ) রমাদিকবরাঙ্গণাহৃদয়-হারী-বংশীকলঃ (রমাদিক-বরাঙ্গণানাং লক্ষ্ম্যাদি-শ্রেষ্ঠরমণীনাং হৃদয়হারিহৃদয়াকর্ষী বংশ্যাঃ কলঃ শব্দঃ যস্য সঃ) মদনমোহনঃ মে (মম) কর্ণস্পৃহাং (শ্রবণাভিলাষং) তনোতি (বর্দ্ধয়তি)।

কৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

সে শ্রীমুখ-ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ, অর্থ,—দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষর—নর্ম্ম-বিভূষিত ॥ ৪৪ ॥
সে অমৃতের এককণ, কর্ণ-চকোর জীবন,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরমে পিয়াসে ॥ ৪৫ ॥

বেণুধ্বনি-মাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি',
জগন্নারী-চিত্ত আউলায়।
নীবি-বন্ধ পড়ে খসি', বিনা-মূলে হয় দাসী,
বাউলী হঞা কৃষ্ণপাশে ধায় ॥ ৪৬ ॥

লক্ষ্মীরও কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনে লোভ কিন্তু অসামর্থ্য ঃ—

যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলী শুনি',
কৃষ্ণ-পাশ আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা-তরঙ্গ,
তপ করে, তবু নাহি পায় ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণসেবাবিহীন কর্ণের গর্হণ ঃ—

এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণে ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি-সম সেই কাণ ॥" ৪৮ ॥

প্রভুর ভাবশাবল্য ঃ—

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ, ভাব,
মনে কাহো নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ঔৎসুক্য, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি,
নানাভাবে হইল মিলন ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণ বিরহোন্মাদ ঃ—

ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
যেই অর্থ নাহি জানে লোক ॥ ৫০ ॥

শ্রীরাধার উক্তি ঃ—

বিল্বমঙ্গল-কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪২)—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথমন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১-৪৮। নবীনমেঘের ধ্বনিকে পরাজয় করিয়া যাঁহার কণ্ঠের গভীর ধ্বনি বিরাজমান ; যাঁহার মিষ্ট গানে কোকিল লজ্জা পায়,—যাঁহার সামান্য কিছুমাত্র কর্ণগত হইলেই জগতের (অন্যান্য) কাণকে (শব্দকে) এমন নিমগ্ন (পরাভূত) করে, যে সেই কাণ আর ফিরিয়া আসিতে পারে না ; হে সখি, কৃষ্ণের সেই শব্দগুণে আমার কর্ণ অপহৃত হইয়াছে, এখন তাহা না পাইয়া আমাকে তৃষ্ণায় মরিতে হইতেছে। তাঁহার নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি হংস-সারস-স্বরকে পরাজয় করে, তাঁহার কঙ্কণধ্বনি চটক-পক্ষীকে লজ্জা দেয়। যাহার কাণে একবার উহা প্রবেশ করে, সে অন্য কোন শব্দকেই কাণে প্রবেশ করিতে দেয় না। কৃষ্ণের বচন-মাধুরী—অমৃত অপেক্ষাও পরম অমৃতময়ী ; তাহা আবার হাস্যরূপ কর্পূর মিশ্রিত ; তাহা শব্দশক্তি, অর্থশক্তি ও শৃঙ্গারাদি নানারসের ব্যঞ্জনা করে এবং তাহার প্রতি-অক্ষর—নর্ম্ম অর্থাৎ পরিহাস-ভূষিত। সেই অমৃতের এককণ (বিন্দু)—কর্ণরূপ চকোরের জীবনস্বরূপ ; তাহার আশাতেই কর্ণচকোর জীবিত থাকে ; কখনও ভাগ্যবশতঃ উহা প্রাপ্ত হয়, কখনও অভাগ্যবশে উহা পায় না ; যখন পায় না, তখন পিপাসায় সে মরণাপন্ন হয়; আবার তাঁহার বেণুকলধ্বনি একবার শুনিলে জগন্নারীর চিত্ত এলাইয়া (শিথিল হইয়া) পড়ে, নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে এবং তাহারা বিনামূল্যের দাসী হইয়া বাতুলিনীর ন্যায় কৃষ্ণের নিকট ধাবমানা হয়। আবার লক্ষ্মীঠাকুরাণী তাঁহার কাকলী-রব শ্রবণ করত প্রত্যাশাপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট আসিয়াও কৃষ্ণসঙ্গ না পাওয়ায় তাঁহার তৃষ্ণা-তরঙ্গ বৃদ্ধি পায় ; সেই আশায় তিনি তপস্যা করিয়াও কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন না। এই চারি-প্রকার শব্দামৃত অর্থাৎ বচন, নূপুরকঙ্কন-শব্দ, কণ্ঠধ্বনি ও মুরলীধ্বনি ভাগ্যবান্ লোকেরই কর্ণে প্রবেশ করে। যাঁহার কর্ণে এই শব্দামৃতচতুষ্টয় প্রবেশ করে নাই, সেই কাণের জন্মই বৃথা ; কাণাকড়ির ন্যায় তাহা—নিরর্থক।

৪৩। চটক—পক্ষিবিশেষ।

৪৪। 'শব্দ, অর্থ, দুই শক্তি'—'অভিধা' ও 'লক্ষণা', এই দুই শব্দশক্তি ; তন্মধ্যে অর্থালঙ্কার প্রভৃতিই অর্থশক্তি।

৫০। লীলাশুক—বিল্বমঙ্গল গোস্বামী।

৫১। হায়, আমি কি করিব! কাহাকেই বা বলিব! তাঁহার

অনুভাষ্য

৫০। পাঠান্তরে—লীলাসুখ।

৫১। হে সখ্যঃ, [তৎ] ইহ (বিপ্রলম্ভে বৈশসে) কিং কৃণুমঃ

শ্লোকার্থ ; শ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতা-বর্ণন ঃ—

যথা রাগ—

"এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ, কে কহে উপায়!! ৫২ ॥
হাহা সখি, কি করি উপায়!
ক্যা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥" ৫৩ ॥

নৈরাশ্যের আকাঙ্ক্ষা ও আদর ঃ—

ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল ভাবোদগম।
পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি, করাইল ভাব-মতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ-বিস্মরণ-চেষ্টা ঃ—

"দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ-আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়ি' কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্যকথা ধন্য,
যাতে হয় কৃষ্ণবিস্মরণ ॥" ৫৫ ॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত কামদেবস্বরূপে হৃদয়াধিকার ঃ—

কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীরে কহে হঞা বিস্মিতে।
"যারে চাহি ছাড়িতে, সে শুঞা আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥ ৫৬ ॥
রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় 'কাম'-জ্ঞান,
কাম-জ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে, যে জগৎ মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥" ৫৭ ॥

কৃষ্ণার্থে ঔৎসুক্য ঃ—

ঔৎসুক্যের প্রাধান্য, জিনি' অন্য ভাব-সৈন্য,
উদয় হৈল নিজ রাজ্য-মনে।
মনে হইল লালস, না হয় আপন-বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমতীর কৃষ্ণপরতন্ত্রতা ঃ—

"মন মোর বাম-দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি' যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মন-নেত্র-রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ-বিরহে বিলাপ ঃ—

হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
হাহা দিব্য সদ্গুণ-সাগর।
হাহা শ্যামসুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর,
হাহা রাসবিলাস নাগর!! ৬০ ॥

বিরহিণী রাধার ভাবে প্রভুর ধাবন ঃ—

কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ,—তাঁহা যাই,"
এত কহি' চলিলা ধাঞা।
স্বরূপ উঠি' কোলে করি', প্রভুরে আনিল ধরি',
নিজ স্থানে বসাইলা নিয়া ॥ ৬১ ॥

স্বরূপের চেষ্টায় চৈতন্য-লাভ ; স্বরূপের ভাবোপযোগি-গান ঃ—

ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈলা, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিলা,
"স্বরূপ, কিছু কর মধুর গান।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আশায় যাহা করিয়াছি, সেই পর্য্যন্ত থাকুক, এখন অন্য ধন্য (ভাল) কথা বল। (কামরূপে) তিনি আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার কথা কিরূপেই বা ছাড়িব? সেই মধুর-হাস্য-মূর্ত্তি মনোনয়নোৎসবরূপ কৃষ্ণে আমার দৈন্যভাবময়ী (দীনা) তৃষ্ণা সর্ব্বদা বৃদ্ধি অবলম্বন করিতেছে (বাড়িতেছে)।

৫৪। পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি,—পিঙ্গলা-বেশ্যা যে বলিয়াছিল, "আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্" সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহাতে ভাবোদয় করাইয়া অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন।

৫৭। 'কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান'—কৃষ্ণকে কন্দর্পবোধ করায়।

৫৯। বাম-দীন—বাম্যভাবপ্রযুক্ত দীন ; মন ও নেত্রের রসায়নস্বরূপ মধুরহাস্যবদনযুক্ত কৃষ্ণে দ্বিগুণ তৃষ্ণা বাড়ায়।

অনুভাষ্য

[যেন তদ্দর্শনং স্যাৎ?] কস্য ক্রমঃ [যূয়ম্ অপি তুল্যাবস্থাঃ এব, তস্য] আশয়া (কৃষ্ণলাভাশয়া) যৎকৃতম্ (অনুষ্ঠিতং), তৎ কৃতম্; অন্যাং (কামপি) ধন্যাং (পুণ্যাং) কথাং কথয়ত ; অহো (কষ্টম্) হৃদয়েশয়ঃ (কামঃ শত্রুঃ মম হৃদয়মধ্যে বসতীতি ন ত্যাজ্যঃ অতঃ অয়মেব মাং মারয়তীতি কিং কুর্ম্মঃ?) বত (খেদে) মধুর-মধুরস্মেরাকারে (মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরঃ মদনমদাদিভিঃ উৎ-ফুল্লশ্চ আকারঃ আকৃতিঃ যস্য তস্মিন্) মনোনয়নোৎসবে (মনো-নয়নয়োঃ উৎসব যস্মাৎ তস্মিন্) কৃষ্ণে কৃপণকৃপণা (কৃপণা-দপি কৃপণা উৎকণ্ঠয়া সুকাতরা) তৃষ্ণা চিরম্ (অনুক্ষণং) লম্বতে (বর্দ্ধতে)।

৫৪। পিঙ্গলোপাখ্যান ;—ভাঃ ১১।৮।২২-৪৪ সংখ্যা এবং মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে ১৭৪ অঃ দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি,
শুনি' প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥ ৬২ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদাদি মহাভাব—মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অপরিমেয় ঃ—

এইমত মহাপ্রভু প্রতিরাত্রি-দিনে ।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপ-বচনে ॥ ৬৩ ॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার ।
সহস্র মুখেতে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥ ৬৪ ॥
জীব দীন কি করিবে, তাহার বর্ণন ।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি' দিগ্‌দরশন ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ-শ্রবণে প্রেমতত্ত্বজ্ঞানোদয় ঃ—

ইহা যেই শুনে, তার জুড়ায় মন-কাণ ।
অলৌকিক গূঢ়প্রেম চেষ্টা হয় জ্ঞান ॥ ৬৬ ॥

শ্রীমতীর ভাবে প্রভুর স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ও জীবে তদ্বিতরণ ঃ—

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা ।
আপনি আস্বাদি' প্রভু দেখাইলা সীমা ॥ ৬৭ ॥

মহাবদান্য ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা ঃ—

অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য—অদ্ভুত-বদান্য ।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনে নাহি অন্য ॥ ৬৮ ॥

চৈতন্য-ভজনেই কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

সর্ব্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প) বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর 'কূর্ম্মাকৃতি'-ভাব ।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥ ৭০ ॥

রঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-গ্রন্থে প্রভুলীলা-বর্ণিত ঃ—

এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ-দাস ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭১ ॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৫)—

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭২ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপো নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭২। বদ্ধ দ্বারত্রয় খোলা হয় নাই, অথচ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তৈলঙ্গী-গাভী-দিগের মধ্যে নিপতিত শরীর সমস্ত সঙ্কোচপূর্ব্বক কৃষ্ণবিরহে কমঠাকৃতি হইয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিরাজ করিয়াছিলেন, তিনি আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৫৭। মারে—'মার' অর্থাৎ কামদেবরূপে পরাজয় করে।

৬৫। শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ-চেষ্টাবিষয়িণী লীলা বর্ণন করিতে সহস্রমুখে অনন্ত-শক্তিমান্ অনন্তদেবও সমর্থ নহেন ; আমি—দীন শক্তিহীন, নিতান্ত অসমর্থ জীব, সুতরাং সম্যগ্‌ভাবে গৌরলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হই নাই ; তথাপি দিক্ নিরূপণ করিবার জন্য শাখাচন্দ্রন্যায়-মাত্র অবলম্বন করিয়াছি।

অনুভাষ্য

৬৯। সর্ব্বভাবে—সর্ব্বতোভাবে, একান্তভাবে।

৭২। অহো, [কাশীমিশ্রগৃহে] দ্বারত্রয়ম্ অনুদ্ঘাট্য (অনুন্মুচ্য) উরু (উন্নতং) ভিত্তিত্রয়ং (প্রাচীরত্রয়ং) চ উচ্চৈঃ বিলঙ্ঘ্য (উল্লঙ্ঘ্য) কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে (ত্রৈলঙ্গদেশান্তর্গত করিঙ্গ-দেশোদ্ভব-গোষু মধ্যে) নিপতিতঃ কৃষ্ণোরুবিরহাৎ (কৃষ্ণস্য বিষমবিচ্ছেদাৎ) তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ (তনৌ শরীরে উদ্যন্ যঃ সঙ্কোচঃ খর্ব্বত্বং তস্মাৎ) কমঠঃ (কূর্ম্মঃ) ইব বিরাজন্ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

গোদাবরীনদী যে-স্থানে সমুদ্রে সঙ্গতা হইয়াছে, তথায় তৈলঙ্গদেশের রাজধানী 'করিঙ্গ' বা 'দক্ষিণ কলিঙ্গ' অবস্থিত ছিল। তৈলঙ্গী গাইকে সংস্কৃতভাষায় 'কালিঙ্গিক-সুরভি' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শরজ্জ্যোৎস্না-রাত্রিতে কোনদিবস মহাপ্রভু আইটোটা হইতে সমুদ্র দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে যমুনা-ভ্রমবশতঃ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ;—রাধাকৃষ্ণের জলকেলি-লীলা-স্বাদনই এই লীলার তাৎপর্য্য। এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে প্রভু কোণার্কের দিকে চলিলেন। কোন জালিয়া 'বড়মাছ' বলিয়া তাঁহাকে জালদ্বারা টানিয়া দেখিল যে, অচৈতন্যাবস্থায় প্রভুর আকৃতি অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। তাঁহাকে স্পর্শ করিবা-মাত্র তাহার প্রেমাবেশ হইল। সে ভয় করিল যে, আমার